যুগান্তর
তারিখ 26 MAY 2005 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি প্রোভিসি নিয়োগে আইন হচ্ছে

শাকিউল ইসলাম

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে সরকার একটি আইন তৈরি করতে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে এসব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সেজন্য যোগ্যতা, মাপকাঠি সুনির্দিষ্ট করে একটি আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেনারেল ক্লোজেস অ্যাক্ট ক্ষমতাবলে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অপসারণ করে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের ভিসির পদে আসীন করে। নিয়োগকৃত এসব ভিসির অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এছাড়া, পরবর্তীতে খুলনা, ইসলামী, সিলেট শাহ্ জালাল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার নিজেদের লোক'দের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরাও তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন। ফলে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক

ভিসি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

ভিসি : নিয়োগ

কার্যক্রমে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

জানা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রণীত '৭৩ অর্ডিন্যান্সে ভিসি, প্রো-ভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। ফলে দু'ভাবে এসব পদে নিয়োগ দেয়া হয়। [illegible]ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তার স্বীয় ক্ষমতাবলে যে কাউকে এসব পদে নিয়োগ দেন। [illegible]র সিনেটরদের ভোটে তিন সদস্যের একটি ভিসি প্যানেল নির্বাচন করা হয়। সেখান থেকেই চ্যান্সেলর যাকে খুশি ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেন। এই প্রক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

এছাড়া, প্রো-ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন মাপকাঠি নেই। কাজের পরিধিও অর্ডিন্যান্সে উল্লেখ নেই। ফলে প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে তদবির অনেক সময় প্রধান যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই অবস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রো-ভিসি এন্টি-ভিসি হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কোষাধ্যক্ষ নিয়োগেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। চ্যান্সেলর যাকে খুশি এই পদে নিয়োগ দিতে পারেন।

জানা যায়, সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ রিপোর্টেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি নিয়োগে একটি 'সার্চ কমিটি' গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এই কমিটি শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় এনে একটি ভিসি প্যানেল তৈরি করবে। এই প্যানেল থেকেই চ্যান্সেলর ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে।

একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, যোগ্যতা দেখে কখনও ভিসি, প্রো-ভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয় না। যার তদবিরের জোর বেশি তিনিই এসব পদে নিয়োগ পান। তিনি বলেন, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সটিই সংশোধন করা উচিত। কেননা এই অর্ডিন্যান্সে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ধারা নেই। ফলে নোংরা শিক্ষক রাজনীতির বিস্তার ঘটেছে। শিক্ষকদের একাডেমিক কাজের জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দু'জন ভিসি যুগান্তরকে বলেন, ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য আলাদা করে আইন তৈরির কোন প্রয়োজন নেই। বরং বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সটি সংশোধন করা প্রয়োজন। সেখানেই এসব পদে নিয়োগের শর্ত সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে পারে। আইন তৈরিতে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার ইমেজ ধরে রাখতে পারবে না।